১৪।৫।৭৯

শতক… ৪৮

[illegible]

দেশের বর্তমান শিক্ষা উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে উহাতে ২০০০ সালে মোট শিক্ষিতের শতকরা ৭৫ জনই বেকার থাকিবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা শতকরা ৪৮ জন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরে বেকারত্বের হার ছিল শতকরা ৪৫ জন। তখন মোট শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল

ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিই বেকার

৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭ শত ১৭ জন। অপরদিকে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত এই বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ২ শত ১৯ জন। ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরের মধ্যে ৬ লক্ষ ১০ হাজার ৭… চাকুরীর জন্য ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮ শত ৭১ জন ডিগ্রীধারী লোক দেশের সর্বত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বর্তমানে ৭ লক্ষ, ২৪ হাজার ৩ শত ৬৪টি চাকুরীর জন্য ১৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫ শত ৮৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গত ৫ বৎসরে বিভিন্ন উন্নয়ন এবং ব্যবসা বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও চাকুরীর সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ১ লক্ষ ১৪ হাজার ২শত ৯০টি। অপরদিকে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৩লক্ষ ১ হাজার ৭শত ১২টি। নিম্নলিখিত অবস্থা হইতে বুঝা যাইবে শিক্ষিত লোকের চাকুরী এবং বেকারত্ব কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে :

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষিত ব্যক্তিই বেকার

(১ম পৃঃ পর)

কি ধরনের	ডিগ্রিধারী শিক্ষিত লোকের চাকুরী প্রয়োজন	এই শিক্ষায় উর্ধ্বে যতগুলি লোককে চাকুরী দেওয়া সম্ভব	উদ্বৃত্ত বেকার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা
সাধারণ ডিগ্রিধারী বি,এ, বি, কম,বি,এস-সি সহ	১১,৮,১৫৪৫	৩,৬৫,৫৫৯	৮,১৫,৯৮৬
কলা বিভাগে মাষ্টার ডিগ্রিধারী	১০,৪২৭	৫,৫৬২	৪,৮৬৫
সমাজ বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রিধারী	১৪,০৮৬	৫,১২৮	৮,৯৫৮
অর্থনীতি বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রিধারী	১১,৮৫৫	৭,০৭৯	৪,৭৭৬
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রিধারী	১০,২৩২	৮,৮৫৭	১,৩৭৫
ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট	৭,৮৫৬	৭-৯৮৪	--১২৮
ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিসিয়ান	১৬,২১১	১৭,৪৯৬	-১,২৮৫
গ্রাজুয়েট ডাক্তার	৭,৩১৭	৬,৪০৪	৬১৩
মেডিক্যাল টেকনিসিয়ান	১০,১০৫	১৪,৩৬৩	৪,২৫৮
পেশাগত কৃষি বিশেষজ্ঞ	৭,৭০৫	৮,৭১৭	-১,০১২
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাগত শিক্ষক	১,০২,৭৯৩	২,৬৭,১৫২	১,৬৪,৩৫৯
বিভিন্ন স্তরের প্রযুক্তিবিদ	১,০৪১	৪,৮৬২	-৩,৮২১
এবং অন্যান্য শিক্ষিত পেশাদারী	৪,৭১০	৫,২০১	৩,৫০৯
মোট—	১৩,৮৯,৫৮৩ (১০০%)	৭,২৪,৩৬৪ (৫২'১৩%)	৬,৬৫,২১৯ (৪৭'৪৭%)

অফিসার গ্রেড মাত্র শতকরা ৭ ভাগ

বর্তমানে দেশে যে সকল পদ শূন্য হইতেছে বা অদূরভবিষ্যতে হইবে উহার শতকরা ৭ হইতে ৯ ভাগ হইতেছে অফিসার গ্রেডের। বাকী চাকরী হয় কেরানী অথবা ঐধরনের পদের জন্য। ফলে আগামীতে ভাল ডিগ্রি লইয়া পাস করিলেই ভাল চাকুরী পাওয়া যাইবে বা অফিসার হওয়া যাইবে ইহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া শ্রমশক্তির জনৈক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে যে সকল পদ শূন্য হইতেছে এবং হইবে ইহার ৮০ ভাগই ম্যাট্রিকুলেটদের দিয়াই পূরণ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন সরকারী কেরানীর জন্য এম, এ, ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। বরং বাধ্য হইয়া কেহ এম, এ, পাস করার পর কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করিলে তিনি মানশিকভাবে চাকুরী জীবনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেন না,ফলে ঐ কেরানী দিয়া সমস্যার সমাধান হয়-না বরং নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এম, এ, বি, এ, যাহারা পাশ করেন নাই

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথমার্ধে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৭৬ জন ম্যাট্রিক পাস করা যুবক 'চাকুরীর' বাজারে ঢুকিয়াছে। কিন্তু মোট পাস করা যুবকের মাত্র ৩৯ ভাগ কোথাও না কোথাও চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। ফলে বাকী ৬১ ভাগ এবং গত কয়েক বৎসর সহ বর্তমানে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৬ জন ম্যাট্রিক পাস করা যুবক চাকুরীর আশায় ঘুরিতেছে। অপরদিকে ১৯৭৩-৭৪ সনে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৭৩৩ জন ইন্টারমিডিয়েট পাস করা যুবক চাকুরীর বাজারে আসে, যাহাদের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ চাকুরী পাইয়াছে। এদিকে গত ৫ বৎসরে নূতন ৫৪ হাজার ৬২ জন ইন্টারমিডিয়েট যুবক চাকুরী বাজারে ঢুকিয়াছে। ফলে চাকুরীর আশায় বর্তমানে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার [illegible] ৫ জন ইন্টারমিডিয়েট [illegible] যুবক ঘুরিতেছে।